International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-II, March 2021, Page No.43-49
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে খ্যাতিপঞ্চক

সুরজিত ঘোষ
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ, মানকর কলেজ , পূর্ব বর্ধমান , পশ্চিমবঙ্গ , ভারত

Abstract

Khyativada is a technical term of Indian epistemology. Khyativada is the term used to refer to the Indian theories of perceptual error or erroneous conception of atman or false apprehension.There are five main theories of perceptual errors. Those theories are Akhyativada, Atmakhyativada, Asatkhyativada, Anyathakhyativada and Anirvacaniyakhyativada. Akhyativada accepted by Prabhakara Mimansaka.According to Prabhakara all knowledges are valid but so called error is a composite of two knowledges-perception and memory. Atmakhyativada accepted by Yogacara,Soutrantika and Vaibhasika Bouddha school. According to Atmakhyati error occurs owing to the externalization of inner thoughts,by treating the internal objects as extramental and error exists not in the object but in the subject. Asatkhyativada advocated by Nagarjuna and Aryadeva. According to Asatkhyati the error consists in the apprehension of the unreal or in the perception of non existent entities. Nyaya Philosophy accepted Anyathakhyativada. According to Anyathakhyati the error is due to wrong understanding of the presented and the represented and occurs,one reality is mistaken for another. Acharya Sankaracharya and Advaita Vedanta darshan accepted Anirvacaniyakhyativada. According to Anirvacaniyakhyati the illusory object is a product of ignorance and the object is neither existent,nor non existent,but indescribable.

হালকা আলোয় রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রাম আচমকা দেখে একটা সাপ শুয়ে আছে, চমকে উঠে রাম পিছন দিকে ফিরে গেল। রামের বন্ধু শ্যাম একথা শুনে একটা টর্চ নিয়ে রামের সাথে গিয়ে টর্চের আলোয় প্রমাণ পেল ওটা দড়ি, সাপ নয়। রাম অনুভব করল তার সাপের জ্ঞানটা ভ্রান্ত ছিল। বাস্তব জীবনে এমন ভ্রম জ্ঞান আমাদের কম বেশি সকলেরই হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা সেই ভ্রম জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করার চিন্তায় নিমগ্ন হই না। আমরা ভাবি না দড়িকে কেন সাপ বলে ভ্রম হল?

দার্শনিকরা কিন্তু এসব ভাবে, দর্শন কিন্তু এসবের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় নিমগ্ন হয়। উত্তর খুঁজতে গিয়ে ভারতীয় দর্শনে পাঁচটি প্রধান মতবাদ গড়ে উঠেছে-যাদের 'খ্যাতিপঞ্চক' বলা হয়। খ্যাতি শব্দের সাধারণ অর্থ হল জ্ঞান বা প্রতীতি। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে ভ্রমজ্ঞান সংক্রান্ত মতবাদকে খ্যাতিবাদ বলে। অখ্যাতিবাদ,

আত্মখ্যাতিবাদ, অসৎখ্যাতিবাদ, অন্যথাখ্যাতিবাদ ও অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদ-এই পাঁচটি খ্যাতিবাদ ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে খ্যাতিপঞ্চক নামে পরিচিত।

অখ্যাতিবাদঃ প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায়ের ভ্রমজ্ঞান সম্পর্কিত মতবাদ অখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। প্রাভাকর মীমাংসকগণ সকল জ্ঞানকেই যথার্থ বলেন, অযথার্থ জ্ঞান তাঁরা স্বীকার করেন না। অযথার্থ জ্ঞান স্বীকার করলে জ্ঞানকে সাকার বলতে হয় এবং সেক্ষেত্রে বিষয় না থাকলেও বিষয় ঐ জ্ঞানের আকার ধারণ করে ব্যক্তির কাছে ভ্রান্তরূপে প্রতিভাত হয়। যে বস্তুর সাথে যে জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই সেই জ্ঞান সেই বস্তুর প্রাপক হতে পারে না। জ্ঞানকে সাকার বললে বিষয়ের দ্বারা জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণ করা যাবে না। অথচ জ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞানের বিষয়ের দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাই প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায় অযথার্থ জ্ঞান স্বীকার করেন না। প্রভাকর মীমাংসক বলেন, প্রতিটি জ্ঞানই তার বিষয়কে যথার্থভাবে প্রকাশ করে।

জ্ঞান মাত্রই যদি যথার্থ হয় তবে "শুক্তিতে রজত জ্ঞান", "রজ্জুতে সর্প জ্ঞান"-এসব জ্ঞান তো ভারতীয় দর্শনে ভ্রমজ্ঞান বা অপ্রমা বলে প্রসিদ্ধ! তাহলে প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায় "শুক্তিতে রজত জ্ঞান", "রজ্জুতে সর্প জ্ঞান"-এই জাতীয় ভ্রমজ্ঞানের ব্যাখ্যা কীভাবে দিয়ে থাকেন?

প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে "শুক্তিতে রজত জ্ঞান", "রজ্জুতে সর্প জ্ঞান" এসব ক্ষেত্রে যে ভ্রম বা ভ্রান্তি ঘটে তা জ্ঞানগত ভ্রান্তি নয়, এই ভ্রান্তি আসলে ব্যবহারগত ভ্রান্তি। প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে তথাকথিত ভ্রমজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন জ্ঞান থাকে। এই দুটি ভিন্ন জ্ঞানের একটি হল প্রত্যক্ষ অন্যটি হল স্মৃতি। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও স্মৃতি জ্ঞান এই দুটি জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। কিন্তু তথাকথিত ভ্রমজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দুটি যথার্থ জ্ঞানের মধ্যে যে ভেদ আছে সেই ভেদ জ্ঞানকে আমরা অনুভব করতে না পেরে একটি বিশিষ্ট জ্ঞান মনে করে ব্যবহারগত ভ্রান্তি ঘটিয়ে থাকি। প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায় ভ্রমকে অখ্যাতি বলেন। দুটি যথার্থ জ্ঞানের ভেদ জ্ঞানের অভাবকে অখ্যাতি বলে। তাই প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায়ের খ্যাতিবাদ অখ্যাতিবাদ বলে পরিচিত।

"প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে ভেদের অগ্রহ, কেবল স্বরূপের জ্ঞান, ভেদের অনুসন্ধান, অভিন্ন বস্তুর অন্য বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যের অনুসন্ধান এবং ভেদের অনুসন্ধানের অভাব হতে সাদৃশ্যের অনবধারণ-এই পাঁচপ্রকার কল্পনা থেকে ব্যবহারগত ভ্রান্তি জন্মায়।"[1] শুক্তিকে যখন আমরা রজত বলে জ্ঞান লাভ করি তখন সেক্ষেত্রে শুক্তি হল প্রত্যক্ষের বিষয় আর রজত হল স্মৃতির বিষয়। অর্থাৎ তখন আমাদের সামনে থাকে শুক্তি আর রজত থাকে স্মৃতিতে। প্রত্যক্ষের বিষয় হিসাবে শুক্তির জ্ঞান যেমন এক্ষেত্রে যথার্থ তেমনি স্মৃতির বিষয় হিসাবে রজতের জ্ঞানও এক্ষেত্রে যথার্থ। কিন্তু শুক্তির প্রত্যক্ষজনিত জ্ঞান আর রজতের স্মৃতিজনিত জ্ঞানের মধ্যে যে ভেদ বা পার্থক্য সেই ভেদ বা পার্থক্য ঐ সময় আমরা অনুভব করতে না পেরে শুক্তিকে রজত বলে অনুভব করি এবং ভুল করি। তথাকথিত এই ভ্রমজ্ঞানের পর 'ইহা রজত" বলে যে ব্যবহার হয় তা ভ্রান্ত এবং বাধক জ্ঞানের দ্বারা এই ব্যবহারটি বাধিত হয়ে থাকে।

অধ্যাপক Vatsyayan বলেছেন,"In the illusion of rope as snake,there is contact of visual organ with rope and the resulting knowledge is that of snake. The knowledge of snake is neither perception nor inference. It is due to memory. This arousal of memory is due to defects of visual, organ or absence of sufficient light which leads to failure in the cognition of special characteristics of rope. Rope is the object of vision while snake is that of mind.

Therefore both the knowledge are different though real. It is due to failure in distinguishing between the two."[2]

আত্মখ্যাতিবাদঃ যোগাচার বৌদ্ধগণ আত্মখ্যাতিবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আত্মখ্যাতিবাদের সমর্থক। যোগাচার বিজ্ঞানবাদীদের মতে একমাত্র আন্তর বিজ্ঞানই সত্য বস্তু। আন্তর বিজ্ঞান ছাড়া কোন বাহ্য সত্য বস্তু নেই, সকল বাহ্যবস্তু আসলে বিজ্ঞানেরই আকারমাত্র। সকল জ্ঞেয় বিষয়ই জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানের সাথে যা কিছুর সম্বন্ধ হয় তাই বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়। যোগাচার বিজ্ঞানবাদীদের মতে আত্মখ্যাতি হল বিজ্ঞান দ্বারা নিজের খ্যাতি বা জ্ঞান। তাদের মতে জ্ঞানের কোন নিজের জ্ঞেয় বিষয় থাকে না। জ্ঞান নিজেই জ্ঞেয় বিষয়রূপে প্রতীত হয়। অর্থাৎ তাদের মতে ঘট জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাহ্য ঘট বলে আসলে কিছু নেই, ঘট জ্ঞান নিজেই তার বিষয় ঘটকে সৃষ্টি করেছে। যোগাচার বিজ্ঞানবাদীদের মতে, যে জ্ঞান আমাদের কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটায় সেই জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান বলা হয়। শুক্তিতে রজত ভ্রমের ক্ষেত্রে যে "ইদং রজতম" যখন বলা হয় তখন সেই জ্ঞানের ইদং অংশ বা শুক্তি জ্ঞানেই আশ্রিত। জ্ঞানের বাইরে বাহ্যবস্তু হিসাবে শুক্তির কোন অস্তিত্ব বা সত্যতা নেই। আবার সেই জ্ঞানের রজত অংশও জ্ঞানেই আশ্রিত। জ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্যপদার্থ বা বাহ্যবস্তু হিসাবে রজতেরও কোন অস্তিত্ব বা সত্যতা নেই। রজতের জ্ঞানের মাধ্যমে কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। তাই রজতের জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান বলা হয়। যোগাচার মতে সত্যজ্ঞান এবং ভ্রান্তজ্ঞান উভয়ই বাসনা বা সংস্কার দ্বারা উৎপন্ন হয়। সত্যজ্ঞানের যেমন বাস্তব ভিত্তি থাকে না, মিথ্যাজ্ঞানেরও তেমন বাস্তব ভিত্তি থাকে না। একটি সত্য সর্পের জ্ঞান যখন হয় তখন সংস্কার বা বিজ্ঞান ধারা কোন সংস্কার বশতঃ সর্পরূপে অবভাসিত হয়। আবার যখন একটি মিথ্যা সর্পের জ্ঞান হয় তখনও বিজ্ঞানই কোন ভিন্ন এক সংস্কার বশতঃ সর্পরূপে অবভাসিত হয়। যোগাচারবাদীদের মতে ভ্রান্তজ্ঞান হল পরিকল্পিত জ্ঞান আর সত্যজ্ঞান হল পরতন্ত্র জ্ঞান। সত্যজ্ঞান এবং মিথ্যাজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই কোন বস্তুগত ভিত্তি বা বাহ্য আলম্বন থাকে না। নিছক কল্পনাকে আশ্রয় করে ভ্রমজ্ঞান হয় বলে ভ্রমজ্ঞানকে বিজ্ঞানবাদীরা পরিকল্পিত জ্ঞান বলেন আর পূর্ব জ্ঞানের অধীন বলে বিজ্ঞানবাদীরা সত্যজ্ঞানকে পরতন্ত্র জ্ঞান বলেন। যোগাচারবাদীরা বলেন শুক্তিতে রজত কিংবা রজ্জুতে সর্পরূপ ভ্রমজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে রজত এবং সর্প বাহ্যরূপে কল্পিত ও নির্দেশিত হয়ে থাকে। যোগাচার বিজ্ঞানবাদীরা আরও মনে করেন যে, শুক্তিতে "ইহা রজত" বলে ভ্রমজ্ঞান হওয়ার পর যখন "ইহা রজত নয়" বলে ভ্রমজ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন রজতের কিন্তু অসত্তা প্রমাণিত হয় না। আসলে এক্ষেত্রে তখন রজতের জ্ঞান অতিরিক্ত বাহ্যসত্তা বাধিত হয় এবং জ্ঞানাত্মক সত্তা প্রমাণিত হয়।

আত্মখ্যাতিবাদ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধ্যাপিকা ডঃ মৃদুলা ভট্টাচার্য বলেছেন,"সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আত্মখ্যাতিবাদ সমর্থন করেন। তবে সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক ও যোগাচার বৌদ্ধগণ এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেন না। যোগাচারগণ বিজ্ঞানকে একমাত্র সত্যবস্তু বলেন। তাঁদের মতে বাহ্যবস্তু অসৎ। বাহ্য অসৎ জ্ঞানে আকার সমর্পণ করে। কিন্তু সৌত্রান্তিক বৌদ্ধগণ বলেন বিজ্ঞান ও বাহ্যবস্তু উভয়ই সত্য। তাঁদের মতে বাহ্যবস্তু কেবল বিজ্ঞানের আকার নয়, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত তাদের সত্তা আছে। সৌত্রান্তিকগণের ন্যায় বৈভাষিকগণও বলেন বিজ্ঞান ও বাহ্যবস্তু উভয়ই সত্য। সৌত্রান্তিকগণ আন্তর ক্ষণিক বিজ্ঞানকে আত্মা বলেন আর বৈভাষিকগণ বাহ্যবস্তুকে আত্মা বলেন। সৌত্রান্তিক বৈভাষিক ও যোগাচার প্রত্যেকেই ভ্রমকে আত্মখ্যাতি বলেছেন।"[3]

অসৎখ্যাতিবাদঃ শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় অসৎখ্যাতিবাদের সমর্থক। নাগারজুন ও আর্যদেব অসৎখ্যাতিবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৈদান্তিক মাধব আচার্য এবং চার্বাক সম্প্রদায়ও অসৎখ্যাতিবাদের সমর্থক। শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে দৃশ্য এই প্রপঞ্চ মনের কল্পনার বিলাস মাত্র। তাঁদের মতে শূন্যতার উপলব্ধি হল প্রপঞ্চের নিবৃত্তি নির্বাণের উপলব্ধি। প্রাচীন শূন্যবাদীদের মতে সংবৃত সত্যতা ব্যবহারিক বস্তুর স্বভাব নয়। এই শূন্যতা আসলে স্বভাব শূন্যতা। বস্তু অসৎ কারন বস্তুর স্বভাব শূন্য। তাঁদের মতে বস্তু মাত্রই চতুষ্কটিবিনির্মুক্ত। অর্থাৎ বস্তু সৎ নয়, অসৎ নয়, সৎ ও অসৎ উভয় নয় এবং সৎ ও অসৎ থেকে ভিন্ন নয়। যা চতুষ্কটিবিনির্মুক্ত তাই শূন্য। নাগারজুনের মতে শূন্যতাই অসৎ। বস্তুর স্বভাব শূন্যতার জ্ঞানই অসৎখ্যাতি।

নব্য শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ কিন্তু শূন্যে অসতের খ্যাতিকে অসৎখ্যাতি না বলে অসতে অসতের খ্যাতিকে অসৎখ্যাতি বলেছেন। নব্য শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় শূন্যতা শব্দের অর্থ স্বভাব শূন্যতা বা চতুষ্কটিবিনির্মুক্ত না করে শূন্যতার অর্থ করেছেন অসৎ বা তুচ্ছ। নব্য শূন্যবাদীদের মতে প্রতিভাত সকল কিছুই তুচ্ছ বা অসৎ। নব্য শূন্যবাদীরা বলেন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হলে সেক্ষেত্রে রজ্জু যেমন অসৎ তেমনি সর্পও অসৎ। শুক্তিতে রজতের ভ্রম হলে শুক্তি যেমন অসৎ রজতও তেমনি অসৎ। এঁদের মতে শূন্যকে রজ্জুরূপে ভ্রম হয়, রজ্জুকে সর্পরূপে ভ্রম হয়। আবার শূন্যকে শুক্তিরূপে ভ্রম হয়, শুক্তিকে রজতরূপে ভ্রম হয়। তাঁদের মতে ভ্রমের কোন অধিষ্ঠান থাকে না। অর্থাৎ অসতে অসতের অধিষ্ঠানবিহীন খ্যাতিই হল নব্য শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে অসৎখ্যাতি।

বৈদান্তিক মাধব আচার্যের মতে অসতের সৎ রূপে প্রতীতি এবং সতের অসৎ রূপে প্রতীতি হল ভ্রম। অর্থাৎ বিপরীতভাবে প্রতীতিই হল ভ্রান্তি বা ভ্রম। মাধব আচার্যের মতে যে সমস্ত ভ্রমের ক্ষেত্রে আরোপ্য বস্তু অসন্নিহিত থাকে সেসব ক্ষেত্রে আরোপ্য ও আরোপ্য অধিষ্ঠানের তাদাত্ম্য দুইই অসৎ হয়ে থাকে। রজ্জুতে সর্পের ভ্রমের ক্ষেত্রে অবভাসিত সর্পটি অসন্নিহিত হওয়ার কারণে আরোপ্য সর্প ও রজ্জুর সাথে তার তাদাত্ম্য উভয়ই অসৎ হয়ে থাকে। আবার শুক্তিতে রজত ভ্রমের ক্ষেত্রে অবভাসিত রজতটি অসন্নিহিত হওয়ার কারণে আরোপ্য রজত ও শুক্তির সাথে তার তাদাত্ম্য উভয়ই অসৎ হয়ে থাকে।

অদ্বৈত বেদান্তীগণ মাধ্যমিক শূন্যবাদের অসৎখ্যাতিবাদ খণ্ডন করেছেন। ভ্রম হল অধ্যারোপ। কোন এক বস্তুতে অন্য এক বস্তুর আরোপ হল অধ্যারোপ। যে বস্তুতে অন্যকিছু আরোপিত হয় তাকে বলে অধিষ্ঠান। 'ইদং রজতম' এই ভ্রম জ্ঞানের ক্ষেত্রে 'ইদং' অংশ হল 'শুক্তি' আর আরোপিত অংশ হল 'রজত'। ইদং বা শুক্তি হল এক্ষেত্রে ভ্রমের অধিষ্ঠান। অধিষ্ঠানকে যদি আমরা স্বীকার না করি তবে ভ্রমের যে তাৎপর্য সেই তাৎপর্যই আমাদের কাছে অধরা থেকে যায়। সুতরাং যেকোনো ভ্রমই হল অধিষ্ঠানে আরোপিত বস্তুর মিথ্যা জ্ঞান। এক্ষেত্রে অধিষ্ঠানের সত্তা হল উচ্চতর আর আরোপিত বস্তুর সত্তা হল নিম্নতর। অধিষ্ঠানের যথার্থ জ্ঞান না হওয়া অবধি আরোপিত বস্তুকে সত্য বলে মনে হয়। অবিদ্যা দূরীভূত হয়ে অধিষ্ঠানের যথার্থ জ্ঞান হলে আরোপিত বস্তু বাধিত বা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

অসৎখ্যাতিবাদ প্রসঙ্গে অধ্যাপক দেবব্রত সেন বলেছেন,"অসৎখ্যাতিবাদী বলেন আকাশকুসুম প্রভৃতি অলীকের ভ্রমও প্রত্যক্ষত্মক ভ্রম জ্ঞান। অসৎ বলতে শুদ্ধ অসতকেই বোঝায়। শুদ্ধ অসৎ কোন দেশ কালেই থাকে না। শুদ্ধ অসৎ দুরকম-ঘটনাগত (factual) এবং ধারণাগত (logical) ঘটনাগত অসৎ বস্তু প্রতীত হয় না। কিন্তু ঘটনাগত অসৎ কোন দেশে ও কালে ঘটতে পারে এবং সৎরূপে প্রতীত হতে পারে বলে ধারণা করা যেতে পারে। যেমন- শিংওয়ালা খরগোস। অন্যদিকে যা ধারণাগত অসৎ তা ঘটেও না এবং তার

ধারণাও করা যায় না। যেমন- বন্ধ্যাপুত্র। কোনকিছুই আপেক্ষিক অসৎ নয়। যা শুদ্ধ অসৎ তারই সৎরূপে প্রতিভাস ঘটে। অধিষ্ঠান ও আরোপিত দুইই অসৎ। অসৎখ্যাতিবাদী বলতে চান,সকল জ্ঞানই ভ্রম জ্ঞান। সৎ বলে কিছু নেই। যা শুদ্ধ অসৎ তাই জ্ঞানে সৎরূপে প্রতিভাত হয়।”[4]

অন্যথাখ্যাতিবাদঃ অন্যথাখ্যাতি ও বিপরীতখ্যাতির মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। প্রাচীন ন্যায়, নব্য ন্যায় এবং ভাট্ট মীমাংসা দর্শন অন্যথাখ্যাতিবাদের সমর্থক। নৈয়ায়িকদের মতে ভাট্ট মীমাংসকগণ অবশ্য সকল অন্যথাখ্যাতিকে বিপরীতখ্যাতি বলেননি। ভাট্টমতে বিপরীতখ্যাতি মাত্রই অন্যথাখ্যাতি হলেও অন্যথাখ্যাতি মাত্রই বিপরীতখ্যাতি নয়। ভাট্ট মীমাংসা সম্প্রদায়ের মতে অন্যথাখ্যাতি দুপ্রকার- মিথ্যা জ্ঞান এবং অভাব জ্ঞান। মিথ্যা জ্ঞানে অন্য বস্তু অন্যের সৎরূপে জ্ঞানে ভাসমান হয়। অন্যদিকে, অভাব জ্ঞানে অন্য বস্তু অন্যের অসৎরূপে জ্ঞানে ভাসমান হয়। ন্যায়মতে সব অন্যথাখ্যাতিই হল বিপরীতখ্যাতি। ভাট্ট মীমাংসক সম্প্রদায় অন্যথাখ্যাতি বলতে যথার্থ জ্ঞান ও অযথার্থ জ্ঞানকে বোঝান কিন্তু নৈয়ায়িক সম্প্রদায় শুধুমাত্র অযথার্থ বা ভ্রান্ত জ্ঞানকেই বুঝিয়ে থাকেন।

অন্যথাখ্যাতিবাদী ন্যায় সম্প্রদায় বলেন, আমাদের যে ভ্রম জ্ঞান হয় তা অস্বীকার করার কোন উপায় আমাদের নেই। যেমন- শুক্তিতে রজত ভ্রম, রজ্জুতে সর্প ভ্রম ইত্যাদি। প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায় অখ্যাতিবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, ভ্রম জ্ঞান কোন বিশিষ্ট জ্ঞান নয়। প্রাভাকরের এই মত খণ্ডন করে নৈয়ায়িকগণ বলেন, শুক্তিতে ‘ইহা রজত’ কিংবা রজ্জুতে ‘ইহা সর্প’ হিসাবে যে জ্ঞান হয়, তা একটি বিশিষ্ট জ্ঞান। যদি ‘ইহা রজত’ কিংবা ‘ইহা সর্প’ বিশিষ্ট জ্ঞান না হত তবে ভ্রমের কর্তা ভ্রম জ্ঞানের সাথে সাথে রজত নিতে প্রবৃত্ত এবং সর্প হতে নিবৃত্ত হত না। বিশিষ্ট জ্ঞানই একমাত্র প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তির জনক হতে পারে। প্রাচীন ন্যায় ও নব্য ন্যায় সম্মত অন্যথাখ্যাতিবাদে ভ্রমের অধিষ্ঠান ও আরোপ্য বিষয় দুটিকেই সত্য বস্তু বলা হয়েছে। অসন্নিহিত সত্য বস্তু ভ্রম জ্ঞানের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রতীয়মান হয়ে থাকে সে প্রক্রিয়া বিষয়ে প্রাচীন ন্যায় ও নব্য ন্যায়ের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে, ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে থাকা শুক্তি এবং ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন কালে থাকা রজতের লৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। তাঁদের মতে, যখন শুক্তিতে রজতের কিংবা রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয় তখন চক্ষুর দুর্বলতা, আলোকের অভাব বা আলোকের তীব্রতাজনিত কারণে অন্যদেশে অন্যকালে থাকা রজত অথবা সর্পের লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় এবং তার ফলে আমরা তখন রজত অথবা সর্পকে আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করে থাকি।

নব্য নৈয়ায়িকগণ কিন্তু রজ্জুতে সর্প ভ্রম কিংবা শুক্তিতে রজত ভ্রমের ক্ষেত্রে এইরকম অন্যদেশে অন্যকালে থাকা সর্প কিংবা রজতের লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে, প্রথমে চক্ষুর সাথে রজ্জুর কিংবা শুক্তির লৌকিক সন্নিকর্ষ জনিত লৌকিক প্রত্যক্ষ ঘটে। তারপর রজ্জুর সাথে সর্পের কিংবা শুক্তির সাথে রজতের সাদৃশ্য থাকার ফলে সর্পের কিংবা রজতের সংস্কার মনে উদ্ভূত হয় এবং সর্প কিংবা রজতের স্মৃতি জ্ঞান হয়। তারপর ঐ স্মৃতি জ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ করে স্মৃতি জ্ঞানের বিষয় অন্যদেশে অন্যকালে থাকা সত্য সর্প কিংবা সত্য রজতের অলৌকিক চাক্ষুস প্রত্যক্ষ হয় এবং আমরা রজ্জুতে সর্প কিংবা শুক্তিতে রতজ ভ্রম জ্ঞানের শিকার হই।

অধ্যাপক Radhakrishnan বলেছেন,“The Nyaya Theory of Anyathakhyati is criticized by the other schools, notably the Advaita Vedanta. Silver existing at some other time and place

cannot be an object of perception,since it is not present to the senses. If it is said to be recalled to consciousness,then even in inference of fire from smoke,fire may be said to be recalled to consciousness and there would be no need for inference at all. Again to what does the otherwiseness refer? It cannot refer to the cognitive activity,where the substratum shell cannot impart its own from to a cognition which apprehends silver, not to the result of the cognitive activity, since a presentation does not differ essentially whether it is valid or invalid."[5]

অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদঃ অদ্বৈত বেদান্তীগণ অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদের সমর্থক। অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদে জগতের আধিবিদ্যক সত্তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তী শঙ্কর নির্গুণ, নির্বিকার ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য বস্তু বললেও তিনপ্রকার সত্তা মেনেছেন। যথা- পারমার্থিক সত্তা, ব্যবহারিক সত্তা এবং প্রাতিভাসিক সত্তা। পারমার্থিক সত্তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি কালেই কোন কিছুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না বা মিথ্যা প্রমাণিত হয় না। ব্যবহারিক সত্য বস্তু ব্যবহার দশায় বাধিত না হলেও পারমার্থিক দশায় তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় বা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। প্রাতিভাসিক সত্য বস্তু ব্যবহারিক দশায় বাধাপ্রাপ্ত হয় বা মিথ্যা প্রমাণিত হয় কিন্তু প্রতিভাস কালে সত্য বলে প্রতিভাত হয়। স্বাপ্নিক বস্তু এবং ভ্রমীয় বস্তু হল প্রাতিভাসিক সত্য বস্তু।

আচার্য শঙ্কর ভ্রমীয় বিসয়ের সত্তাকে অনির্বচনীয় বলেছেন। যা সৎ নয়, অসৎ নয়, সৎ-অসৎ নয় এবং ভিন্নাভিন্ন নয় তাকে অনির্বচনীয় বলে। অনির্বচনীয় বস্তুর খ্যাতি বা জ্ঞান হল অনির্বচনীয়খ্যাতি। শঙ্করের মত অনুযায়ী ব্যবহারিক বস্তুর জ্ঞানও অনির্বচনীয়খ্যাতি এবং প্রাতিভাসিক বস্তুর জ্ঞানও অনির্বচনীয়খ্যাতি। ব্যবহারিক জগতকে সৎ বলা যায় না। কারণ অদ্বৈত মতে যা সৎ তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি কালেই অবাধিত বা সত্য থাকে। ব্যবহারিক জগত ব্যবহারকালে কখনো মিথ্যা বলে প্রমাণিত না হলেও রক্ষ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় বা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তাই ব্যবহারিক জগত সৎ নয়। ব্যবহারিক জগত অসৎ নয়। কারণ ব্যবহারিক জগত প্রতীতির বিষয় আর অসৎ কখনো প্রতীতির বিষয় হয় না। ব্যবহারিক জগতকে সৎ-অসৎ বলা যায় না। কারণ সৎ ও অসৎ দুটি পরস্পর বিরোধী ধর্ম আর দুটি পরস্পর বিরোধী ধর্ম কখনোই একসাথে একই ধর্মীতে থাকতে পারে না। তাই ব্যবহারিক জগতকে অনির্বচনীয় বলা হয়েছে। ব্রহ্মে জগতের খ্যাতিকে তাই শঙ্কর অনির্বচনীয়খ্যাতি বলেছেন।

আবার রজ্জুতে সর্পের খ্যাতি হল অনির্বচনীয় খ্যাতি। কারণ রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান হলে এই সর্প মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়। তাই সর্পকে সৎ বলা যায় না, সৎ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ত্রিকাল অবাধিত। সর্পকে অসৎ বলা যায় না। কারণ অসতের প্রতীতি হয় না, কিন্তু সর্পের প্রতীতি হয়। সর্পকে সৎ-অসৎ বলা যায় না। কারণ সৎ ও অসৎ এই পরস্পর বিরোধী ধর্ম দুটি একইসাথে সর্পে থাকতে পারে না। তাই রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান বা খ্যাতি হল অনির্বচনীয় খ্যাতি। রজ্জুতে সর্প ভ্রম কিংবা ব্রহ্মে জগত ভ্রম উভয় ভ্রমের ক্ষেত্রেই অদ্বৈত বেদান্তীরা অধ্যস্ত সর্প ও অধ্যস্ত জগতের আধিবিদ্যক স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। ভ্রমের ক্ষেত্রে অবভাসিত সর্প কিংবা অবভাসিত জগত যে অনির্বচনীয় তা প্রতিষ্ঠিত করাই অদ্বৈত বেদান্তীর অভিপ্রায়।

অধ্যাপক D.M.Dutta and S.C.Chatterjee বলেছেন,"Advaitins hold that in illusion ignorance conceals the form of the existing object(rope)and constructs instead,the appearance of another object. The non perception of the existing form is produced by different factors such as defective sense organ,insufficient light. The perception of similarity and the revival of memory idea caused by it help ignorance to creat the positive appearance of an

object(snake). This apparent object must be admitted to be present as an appearance here and now. It is then temporary creation of ignorance. This creation is neither describable as real,since it is constructed by later perception(of the rope), nor as unreal, because it appears,through for a moment, unlike what is unreal which can never appear to be there. So it called by the Advaitin, an indescribable creation and his theory of illusion is called Anirvacaniyakhyativada."[6]

তথ্যসূত্র:

(1) ভট্টাচার্য মৃদুলাঃ খ্যাতিবাদের দিগদর্শন, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৪।
(2) Vatsyayan: Indian Philosophy, Kedarnath Ramnath Publication, Delhi, 2000, Page 195।
(3) ভট্টাচার্য মৃদুলাঃ খ্যাতিবাদের দিগদর্শন, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১২।
(4) সেন দেব্রতঃ ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৫২।
(5) Radhakrishnan S.: Indian Philosophy(Vol-2), The Macmillan Company, London, 1923, Page 141.
(6) Dutta D.M. & Chatterjee S.C.: An Introduction to Indian Philosophy, Culcutta University, 1984, Page 437.

গ্রন্থপঞ্জি:

(1) Hiriyanna M.: Outlines of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 1993.
(2) Vatsyayan: Indian Philosophy, Kedarnath Ramnath Publication, Delhi, 2000.
(3) Dutta D.M. & Chatterjee S.C.: An Introduction to Indian Philosophy, Culcutta University, 1984.
(4) Sharma C.D.: A Critical Servey of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 1976.
(5) বাগচী দীপক কুমারঃ ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১৪।
(6) ভট্টাচার্য সমরেন্দ্রঃ ভারতীয় দর্শন, বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৪।
(7) মণ্ডল প্রদ্যোত কুমারঃ ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১৪।
(8) ভট্টাচার্য মৃদুলাঃ খ্যাতিবাদের দিগদর্শন, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৫।
(9) সেন দেবব্রতঃ ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৪।
(10) গোস্বামী নৃপেন্দ্রঃ ভারতীয় দর্শন, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।
(11) Radhakrishnan S.: Indian Philosophy(Vol-2), The Macmillan Company, London, 1923.